লোকপ্রশাসন সাময়িকী
৫ম সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৬, চৈত্র ১৪০২

দুর্যোগের সাথে বেঁচে থাকা
ঘূর্ণিঝড় ১৯৯১ ঃ একটি সমীক্ষা

আব্দুর রউফ, ডাক্তার গোলাম মওলা, ফেরদৌসী বেগম, সালমা বেগম,
মোঃ শাহজাহান, আব্দুল্লাহ আল মাহবুবুর রশীদ, ডাঃ নাজমা বেগম,
মাহফুজা বেগম*

১.০ ভূমিকা

১.১ মানুষের মৌলিক অভিপ্রায় বেঁচে থাকা। এই বেঁচে থাকার লক্ষ্যেই সে নিয়োগ করে তার যাবতীয় স্পৃহা, উদ্যম আর উদ্দীপনা। যুদ্ধে সে লড়াই করে, বাঁধ নির্মাণ করে, ফসল বোনে, প্রকৃতির বিপক্ষে দাঁড়ায় কিংবা তার সঙ্গে স্থাপন করে সখ্য।

১.২ বাংলাদেশ নামক গাঙ্গেয় ব-দ্বীপটির চিরস্থায়ী শত্রু হচ্ছে এর ভূগোল। অবস্থানগত দূর্বলতার কারণেই বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস নামের প্রাকৃতিক দূর্যোগ বারংবার হৃদয়হীন তস্করের মত অনায়াসে হানা দিতে পেরেছে এ দেশের সহায়হীন মানুষের জীবনে, লুণ্ঠন করতে পেরেছে অসংখ্য প্রাণ, ক্ষেতের ফসল, কষ্টার্জিত সম্পদ। ফলে রুখে দাঁড়াতে হয়েছে মানুষকে, বেঁচে থাকবার প্রবল ব্যাকুলতা নিয়ে তারা গড়ে তুলেছে দূর্যোগ মোকাবেলার নিজস্ব সংস্কৃতি।

১.৩ ১৯৯১ সালের ২৯ শে এপ্রিল তারিখে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকার ওপর দিয়ে বয়ে যায় শতাব্দীর ভয়াবহতম ঘূর্ণিঝড়। জলোচ্ছ্বাসের সময় উপকূলের মানুষ কী ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন, কীভাবে ঝড়ের মুখোমুখি হয়েছেন, দুর্যোগকালে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ সাহায্য সহযোগিতার স্বরূপ এবং ভবিষ্যতে ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাস

* বিপিএটিসিতে অনুষ্ঠিত ষোড়শ বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রমে শিক্ষাসফরের কর্মসূচি হিসেবে প্রশিক্ষণার্থীগণ ১৯৯১ সালে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় 'দুর্যোগের সঙ্গে বেঁচে থাকাঃ ঘূর্ণিঝড় ১৯৯১' শীর্ষক এই সমীক্ষাটি পরিচালনা করে। পাঠক্রমের ২০২জন প্রশিক্ষণার্থীকে মোট ৫০টি দলে বিভক্ত করে ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন এলাকায় পাঠানো হয়। প্রশিক্ষণার্থীগণ ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ পর্যন্ত ঐ সমস্ত এলাকায় অবস্থান করে সমীক্ষাটি পরিচালনা করে এবং রিপোর্ট আকারে এই প্রতিবেদন উপস্থাপন করে। এই প্রতিবেদনটি নোয়াখালী সদর থানার চরবাটা ইউনিয়নে অবস্থানকারী ২৯ ও ৩০ নং দলের সদস্যরা যৌথভাবে প্রণয়ন করেন।

মোকাবিলায় কী কী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, একটি নির্দিষ্ট এলাকায় উপদ্রুত মানুষের জীবন সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করে এবং তাদের কাছ থেকে উপর্যুক্ত বিষয়ে সরাসরি অভিমত সংগ্রহের মাধ্যমে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ষোড়শ বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের অপরিহার্য অংশ হিসেবে এ সমীক্ষাধর্মী প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়।

১.৪ বিষয়ের গুরুত্ব ঃ

১.৪.১ এ-দেশের মানুষের জীবনে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সংঘটিত দুর্যোগের একটি ধারাবাহিক চিত্র যদি রচনা করা হয়, দেখা যাবে, একটি দুর্যোগের ধ্বংসলীলা কাটিয়ে নতুন জীবন সূচনার আগেই পুনর্বার বেজে উঠেছে এর পদধ্বনি। সমুদ্রের উপকূলে জেগে-ওঠা চরাঞ্চল কিংবা দ্বীপগুলোতে বসতি স্থাপন করেছে যে বিপুল উদ্বাস্তু মানবগোষ্ঠী, বস্তুতপক্ষে বারবার তারাই হয়েছে এর প্রধান শিকার। বাংলাদেশ নামের এই সীমিত সম্পদের উন্নয়নকামী রাষ্ট্রটি তার দুর্যোগগ্রস্থ নাগরিকদের নিরাপত্তা ও পুনর্বাসনের প্রয়াসে যে-সকল কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, তা বাস্তব প্রয়োজনের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। ফলে কেবলই প্রকৃতির হাতে আত্ম সমর্পণ করেছে উপকূলের মানুষ, বেঁচে থাকার অসম্ভব লড়াই শেষে সর্বস্বহারা হয়ে পুনরায় রচনা করেছে বেঁচে থাকার স্বপ্ন। মানব সম্পদের উন্নয়ন ও সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারই উন্নয়নের চাবিকাঠি। কিন্তু ধারাবাহিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ব্যাহত হচ্ছে সামগ্রিক উন্নয়ন প্রয়াস। পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থতার ফলে বাড়ছে পরনির্ভরতা, ক্রমশই রক্তশূন্য হয়ে উঠছে অর্থনীতি। তাই দুর্যোগ মোকাবিলায় জাতি আজ সোচ্চার।

১.৪.২ ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম। সুতরাং সময় এসেছে দুর্যোগগ্রস্ত মানুষদের ত্রাণ সরবরাহ ও পুনর্বাসনের পরিকল্পনা রচনার চেয়ে দুর্যোগ প্রতিরোধ এবং দুর্যোগ কালে মানুষের জীবন ও বস্তুগত ক্ষতির পরিমাণ যথাসম্ভব কমিয়ে আনার কার্যকর, বস্তুনিষ্ঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকে অগ্রাধিকার দেবার। এই আলোকে উপদ্রুত উপকূলের মানুষের জীবনাচরণ, দুর্যোগ মোকাবিলায় তাদের নিজস্ব সামর্থ, প্রশাসন ও অন্যান্য সংস্থার গৃহীত পন্থাসমূহের ত্রুটি-বিচ্যুতি পর্যালোচনা, পুনর্বাসন ও ত্রাণ বিতরণ প্রক্রিয়ার গতিশীল পরিবর্তন, দুর্যোগপরবর্তী সময়ে প্রয়োজনসমূহের অগ্রগণ্যতা নির্ধারণ, তৃণমূল পর্যায়ে সরেজমিনে সফরের মাধ্যমে বিপন্ন মানুষদের কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে এ সকল তথ্য সংগ্রহ এবং সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে একটি বাস্তবানুগ ও লক্ষ্যভেদী কর্মসুচি গ্রহণকে চূড়ান্ত অভিষ্ট হিসেবে বিবেচনা করলে, তা অর্জনের পথে এই বিষয়টি সহায়ক হিসেবে অপরিসীম গুরুত্বের দাবীদার।

১.৫ সমীক্ষার উদ্দশ্যঃ

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের গ্রাম বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া এবং নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের প্রয়াস গ্রহণ করা হয় এই সমীক্ষার মাধ্যমে ঃ

ক) ১৯৯১ সালের ২৯শে এপ্রিল তারিখে সংঘটিত প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়ে ও জলোচ্ছ্বাসের মুখে সমীক্ষাধীন এলাকার মানুষ কী ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন,

খ) ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাস কীভাবে মোকাবিলা করেছেন,

গ) অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ সাহায্য-সহযোগিতার স্বরূপ কী ছিল,

ঘ) ভবিষ্যতে ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাস মোকাবিলা করার জন্য কী কী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

১.৪ সমীক্ষার পরিধিঃ

১৯৯১ সালের ৩১ আগস্ট থেকে ০৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সমীক্ষাটি পরিচালিত হয়। চার সদস্যের গ্রুপ হিসেবে দুটি গ্রুপকে নোয়াখালী জেলার সদর উপজেলার আওতাধীন দুটি ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন; যথাক্রমে চরবাটা ও চরক্লার্কে সমীক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্তার বিচ্ছিন্নতা, প্রবল বর্ষণ, বৈরী আবহাওয়া এবং সর্বোপরি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার পরামর্শ মোতাবেক চরক্লার্কে সমীক্ষা পরিচালনার পরিবর্তে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের পরিধি চরবাটা ইউনিয়নে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়।

২.০ গবেষণা পদ্ধতি

২.০১ পদ্ধতিগত ভাবে এ গবেষণাটি ঘটনা সমীক্ষা হলেও নমুনা চয়নের মাধ্যমে প্রাথমিক উৎস ও মাধ্যমিক উৎস থেকে উপাত্ত/তথ্য আহরণ করা হয়েছে। চরবাটা ইউনিয়নের সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত ৫টি গ্রাম থেকে সরবরাহকৃত প্রশ্নমালার মাধ্যমে প্রত্যেকটি দল উপাত্ত সংগ্রহ করেন। সমীক্ষাধীন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/সদস্য/ কর্মীদের কাছ থেকে দূর্যোগ মোকাবিলা ও ত্রাণ ব্যবস্থাপনার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তাদের অভিমত গ্রহণ করা হয়। এলাকার মানচিত্র তৈরী, নির্বাচিত ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামসমূহে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে চিহ্নিতকরণ, সাক্ষাৎপ্রদানকারী ও সাক্ষাৎ গ্রহণকারীর মধ্যেকার ভাষাগত ব্যবধান মোচন করার ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য/ কর্মীদের সহায়তা গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মী, ছাত্র/রাজনৈতিক সংগঠনের সদস্য ও কতিপয় শিক্ষিত, সচেতন ব্যক্তির সাথেও অনির্ধারিত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড়-পূর্ব ও পরবর্তী সময়ে সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম সম্পর্কে তাদের প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করা হয়।

২.০২ নির্ধারিত বিষয়বস্তুর ওপর সমীক্ষা চালানোর লক্ষ্যে সরাসরি সাক্ষাৎকার নিয়ে প্রশ্নপত্র সমূহ পূরণ করা হয়। অতঃপর প্রাপ্ত তথ্য/উপাত্ত শ্রেণীবদ্ধকরণ, সংরক্ষণ, সারণীকরণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমস্যাকে অনুধাবন এবং সমাধানের জন্য নির্ধারিত ছক এবং বিষয়বস্তুর আঙ্গিক কাঠামোর সীমারেখার মধ্য থেকে দিক নির্দেশনা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

২.১ নমুনায়ন পদ্ধতিঃ

নোয়াখালী সদর থানার চরবাটা ইউনিয়নে পরিচালিত সমীক্ষায় নমুনা একক নির্বাচনে দৈবচয়ন পদ্ধতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে। প্রত্যেক সদস্য দৈবচয়িত নমুনায়নের মাধ্যমে ১০ জন পরিবার প্রধান/ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির কাছ থেকে প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। এছাড়াও জেলা/উপজেলা প্রশাসন থেকে দুর্যোগকালীন পরিস্থিতি, ত্রাণ এবং পুনর্বাসন সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়।

২.২ উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতিঃ

উপাত্ত সংগ্রহে প্রশ্নপত্রসহ সাক্ষ্যৎকার পদ্ধতিকে বেছে নেয়া হয়েছে। সমীক্ষাধীন এলাকার বিভিন্ন গ্রামে দৈবচয়িত নমুনা এককের সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে সকল প্রশ্নপত্র। যদিও প্রাথমিক উৎসই ছিল উপাত্ত সংগ্রহের মূল ভিত্তি, তথাপি ১৯৯১ এর ঘূর্ণিঝড়-উত্তর সময়ে নোয়াখালী জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রকাশিত দূর্যোগ-ত্রাণ ব্যবস্থাপনা রিপোর্টসমূহও উপাত্ত সংগ্রহের পরিপূর্ণতা অর্জনে সহায়তা করেছে। এছাড়া জেলা প্রশাসক, থানা নির্বাহী অফিসার ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/মেম্বরদের সাথে সরাসরি আলোচনাও উপাত্ত সংগ্রহে সহায়তা করেছে।

২.৩ উপাত্ত উপস্থাপন কৌশলঃ

উপাত্ত উপস্থাপনের জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য একত্রিত করে ঘটনার বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং এগুলো পরিস্ফুটন ও বোধগম্য করার নিমিত্তে ব্যবহার করা হয়েছে বিভিন্ন সারণী, পাইচার্ট, বার ডায়াগ্রামসহ সাধারণ পরিসাংখ্যিক পদ্ধতি। একই সাথে উপাত্ত উপস্থাপনের পেশা নির্বিশেষে উত্তরদাতাদের মতামতের প্রতিফলন ঘটানোর প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

২.৪ সীমাবদ্ধতাঃ

ক) নোয়াখালী সদরের সাথে সমীক্ষাধীন এলাকা চরবাটা ও চরক্লার্ক ইউনিয়নের সংযোগ রাস্তা এমনিতেই চলাচলের উপযোগী নয়, তদুপরি সমীক্ষা চলাকালীন উপর্যুপরি প্রবল বর্ষণে তা সম্পূর্ণ অনুপযোগী হয়ে পড়ায় ইউনিয়ন দু'টিও অগম্য হয়ে উঠে। বিশেষত চরক্লার্ক ইউনিয়নে গমন করা ছিল একেবারেই দুঃসাধ্য ফলে সমীক্ষা কেবলমাত্র চরবাটা ইউনিয়নে সীমাবদ্ধ রাখা হয়।

খ) সাক্ষাৎকারগ্রহণকারী ও উত্তরদাতার ভাষা পরস্পরের নিকট সহজবোধ্য ছিলনা বিধায় উপাত্ত সংগ্রহে কিছুটা অসুবিধা হয়।

গ) প্রশ্নপত্রের অসামঞ্জস্যতা সংগৃহীত উপাত্তের গ্রহণযোগ্যতাকে কিছুটা ক্ষুণ্ন করেছে।

ঘ) সমীক্ষাধীন এলাকার কিছু কিছু লোক প্রশ্নের উত্তর দিতে অনীহা প্রকাশ করেছেন। কারণ তারা মনে করেন এসব প্রশ্নের জবাব দিয়ে তাদের অবস্থার পরিবর্তন হবে না।

৩.০ প্রাপ্ত তথ্যাদির সুবিন্যস্ত বর্ণনা

৩.০১ সমীক্ষাধীন এলাকায় দৈবচয়িত নমুনায়নের ভিত্তিতে নির্বাচিত ৮০টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের প্রধানের সাথে পূর্ব নির্ধারিত প্রশ্নমালার মাধ্যমে গৃহীত সাক্ষাৎকার থেকে ৯১'এর ঘূর্ণিঝড়ের প্রাক্কালে তাদের প্রস্তুতি, দুর্যোগকালে মানসিক অবস্থা, দুর্যোগ-উত্তর সময়ে পূনর্বাসন প্রক্রিয়ায় তাদের নিজস্ব উদ্যোগ এবং স্থানীয় প্রশাসন/সংস্থা/ব্যক্তির ভূমিকা, সর্বোপরি ভবিষ্যতে দুর্যোগ মোকাবিলায় ব্যক্তিগত ও যৌথ পরিকল্পনা ইত্যাকার বিষয়ে যে-সকল তথ্য/অভিমত/প্রস্তাব সংগৃহীত হয়েছে, পরবর্তী উপ-অনুচ্ছেদগুলোতে তা উপাত্ত ও সারণীর সহায়তায় উপস্থাপন করা হলো।

৩.১ আর্থ-সামাজিক অবস্থানঃ

সাক্ষাৎ প্রদানকারী পরিবার সমূহের জীবনধারণের প্রণালী এবং দূর্যোগ মুহূর্তে এবং পরবর্তী সময়ে তাদের আচরণের কারণগুলো নির্ণয়ের জন্য প্রথমেই আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে পরিবারগুলোর অবস্থান সনাক্ত করা জরুরী। সমীক্ষাধীন ৮০টি পরিবারের জীবিকা নির্বাহের স্বরূপটি এরকম ঃ কৃষিজীবী ২৭, মৎস্যজীবী-১৯, দিনমজুর-১৩, অন্যান্য-২১ (রিক্সাচালক, কুলি, বর্গাচাষী, গৃহবধূ), ৮০টি পরিবারের সদস্য সংখ্যার গড়-৭ জন। নিম্নে সারণী-১ ও সারণী-২ এর মাধ্যমে যথাক্রমে ভূমি ও মাসিক আয় ভিত্তিক শ্রেণীকরণের চিত্র তুলে ধরা হলো ঃ

সারণী-১

ভূমির পরিমাণ ভিত্তিক শ্রেণীকরণ

শ্রেণী	সংখ্যা	শতকরা হার
সম্পূর্ণ ভূমিহীন	৪২	৫২.৫
সামান্যভূমির অধিকারী	৩৫	৪৩.৭৪
(০-৩ একর)	-	-
৩ একরের উর্ধ্বে	৩	৩.৭৫

সারণী-২

মাসিক আয় ভিত্তিক শ্রেণীকরণ

শ্রেণী	সংখ্যা	শতকরা হার
৫০০ টাকা পর্যন্ত	৯	১১.২৫
৫০১ টাকা থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত	৪৬	৫৭.৫
১০০১ টাকা থেকে ২০০০ টাকা পর্যন্ত	২২	২৭.৫
২০০১ টাকা ও তদুর্ধ্ব	৩	৩.৭৫

উপরে বর্ণিত সমীক্ষাধীন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সমূহের জীবিকা নির্বাহের ধরন অর্থাৎ পেশা, পরিবার প্রতি গড় সদস্য সংখ্যা, ভূমির পরিমাণ এবং মাসিক আয়ের চিত্রে দৃষ্টিপাত করলে অনায়াসে বোঝা সম্ভব যে, সিংহভাগ মানুষই দারিদ্র রেখার নীচে বসবাস করছে। সদস্য সংখ্যা ও মাসিক আয়ের প্রতি তুলনার মাধ্যমে যে বাস্তবচিত্রটি বেরিয়ে আসে তা হচ্ছে, এরা আর্থ সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে অত্যন্ত নিম্নপর্যায়ের এবং জীবনের মৌল চাহিদা পূরণে অক্ষম একগুচ্ছ মানুষ।

৩.৩ দুর্যোগ–পূর্বাভাস/প্রচারের উৎস ও প্রতিক্রিয়া ঃ

আসন্ন দুর্যোগ সম্পর্কে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে সতর্কীকরণ ও পূর্বাভাস প্রচার এবং জ্ঞাত করানোর ক্ষেত্রে জাতীয় প্রচার মাধ্যম/স্থানীয় প্রশাসন/স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সমূহ যে ভূমিকা পালন করেছে, সাক্ষাৎকার প্রদানকারীগণ সে সম্পর্কে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। নিম্নে প্রদর্শিত সারণী–৩, ৪, ৫, থেকে সংবাদ প্রাপ্তির উৎস ও প্রতিক্রিয়ার সংখ্যা বাচক রূপটি স্পষ্ট হতে পারে ঃ

সারণী–৩

সংবাদ প্রাপ্তির উৎস

মাধ্যম	উত্তর দাতার সংখ্যা	শতকরা হার
রেডিও	৪০ জন	৫০%
স্থানীয় প্রশাসন	২৪ জন	৩০%
স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা	৫ জন	৬.২০%
সিপিপি কর্মী	৪৯ জন	৫৬.২৫%
অন্যান্য	৩৭ জন	৪৬.২৫%

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ সারণী–৩ এর উত্তর দাতাদের মধ্যে অনেকে সংবাদ প্রাপ্তির একাধিক উৎসের কথা উল্লেখ করেছেন।

নিম্নে সংবাদ প্রাপ্তির উৎসের স্পষ্টতর ধারণা অর্জনের জন্য দন্ডচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হলো–

উল্লিখিত প্রচারণা কার্যকারিতা নির্ণয় করতে গিয়ে নিম্নোক্ত তথ্য পাওয়া যায়–১৯৯১ সালের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাস সংঘটিত হওয়ার পূর্বে–

ঝড় সম্পর্কে অবহিত হয়েছিল–৭৩ জন, জলোচ্ছ্বাসসহ ঝড় সম্পর্কে অবহিত হয়েছিল–৫৯ জন, এবং কোনটি সম্পর্কেই অবহিত ছিলো না– ৭ জন।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, ঘূর্ণিঝড় এবং ঝড় সহ জলোচ্ছ্বাস হতে পারে, এ পূর্বাভাস যে সংখ্যক ব্যক্তি জানতে পেরেছিল তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক এ প্রচারণায় বিশ্বাস স্থাপন করেনি। এ বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিশ্বাস করেনি এবং বিশ্বাস না করার

সপক্ষে যে সকল কারণ উদঘাটন করা সম্ভব হয়েছে তার সংখ্যাবাচক রূপটি সারণী–৪ এবং সারণী–৫ এ প্রকাশ করা হলো ঃ

সারণী–৪
পূর্বাভাসঃ বিশ্বাস/অবিশ্বাস

প্রচারের প্রতিক্রিয়া	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
ঝড় হবে বিশ্বাস করেছিল	৬২	৮৪.৯৩
ঝড় হবে বিশ্বাস করেনি	১১	১৫.০৭
মোট	৭৩	১০০.০০

দ্রষ্টব্যঃ ৭ জন ঝড় হবে জানত না।

যে ১১ জন ঝড়/জলোচ্ছ্বাস–এর পূর্বাভাস ও প্রচারণায় আস্থা স্থাপন করেন নি, অনাস্থার পক্ষে তারা নিম্নোক্ত মিশ্র কারণগুলোর কথা বলেছেন, এদের মধ্যে অনেকে একাধিক কারণ উল্লেখ করেছেন ঃ

সারণী–৫
অবিশ্বাসের ভিত্তি

কারণ	উত্তরদাতার সংখ্যা (N=১১)
প্রায়ই এ ধরনের সংবাদ সঠিক হয় না	৫ জন
ঝড় এতটা প্রবল হবে ধারণা করতে পারেন নি	৭ জন
ঝড়ের সাথে জলোচ্ছ্বাসও হতে পারে জানতে পারেননি	৫ জন
ধারণা ছিল ঝড়/জলোচ্ছ্বাস তেমন ভয়াবহ হবে না	৯ জন

তথ্যাদির আলোকে দেখা যাচ্ছে উত্তর দাতাদের মধ্যে শতকরা ৭৭ জন ঝড়/জলোচ্ছ্বাস–এর সতর্কীকরণের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, ১৪ শতাংশ প্রচারণায় আস্থা রাখেননি এবং প্রায় ৯ শতাংশ এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলেন। এ জন্য প্রচার মাধ্যমসমূহের আংশিক ব্যর্থতা এবং সমীক্ষাধীন ব্যক্তিবর্গের শিক্ষাগত চেতনাগত নিম্নস্তরকে যুগপৎ দায়ী করা যেতে পারে।

৩.৪ আশ্রয় গ্রহণের ধরন

ঝড় শুরু হবার পূর্বে খুব স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তি আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, এঁরা মোট উত্তরদাতাদের মাত্র ২৫ শতাংশ। আশ্রয়কেন্দ্রে না যাওয়ার ক্ষেত্রে তিনটি প্রধান কারণকে চিহ্নিত করা যায়, সেগুলো হচ্ছে।

ক) নিকটবর্তী এলাকায় আশ্রয়কেন্দ্র না থাকা

খ) ঝড় হতে পারে এ প্রচারণা বিশ্বাস না করা এবং

গ) বাড়িঘর, বিষয়সম্পদ অরক্ষিত রেখে গৃহত্যাগে অনীহা

সারণী–৬ এবং সারণী–৭ এ উপর্যুক্ত নির্ণীত কারণগুলোর পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যাবে

সারণী–৬

উত্তর দাতার বাড়ি থেকে আশ্রয় কেন্দ্রের দূরত্ব

দূরত্ব	উত্তরদাতার সংখ্যা (N=৮০)	শতকরা হার
১–২ মাইল	৩৯	৪৮.৭৫
২–৪ মাইল	৩৯	৪৮.৭৫
৪–উর্ধ্বে	২	২.৫

প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণকারীর সংখ্যা ২০ জন, স্বগৃহে আশ্রয় গ্রহণকারীর সংখ্যা ৩৫ জন, এবং অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণকারীর সংখ্যা ২৫ জন। অর্থাৎ ৬০ জন বা ৭৫% আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করেননি। এই ৬০ জন উত্তরদাতা কী কী কারনে আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নেননি তা নিচের সারণীতে প্রকাশিত হলো ঃ

সারণী–৭

আশ্রয় কেন্দ্রে না যাওয়ার কারণ

কারণ	সংখ্যা	শতকরা হার
ঝড় আসবে বিশ্বাস না করায়	১১	১৮.৩৩
ঝড় সম্পর্কে অবহিত না থাকায়	৭	১১.৬৬
নিকটবর্তী স্থানে আশ্রয় কেন্দ্র না থাকায়	২০	৩৩.৩৩
বাড়ি ঘর অরক্ষিত রেখে যেতে না চাওয়ায়	১০	১৬.৬৬
নিজ বাড়িকেই মজবুত ও নিরাপদ মনে হওয়ায়	৫	৮.৩৩
ঝড় এতটা প্রবল হবে বুঝতে না পারায়	২	৩.৩৩
যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধার জন্য	৪	৬.৬৬

৩.৫ ঔষধ/পানীয় জল সংরক্ষণ

আপৎকালীন প্রয়োজন হিসেবে ঔষধ/পানীয় জলের গুরুত্ব অপরিসীম। জাতীয় প্রচারমাধ্যম দুর্যোগের প্রাক্কালে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে মাটির নীচে পুঁতে রাখার মাধ্যমে ঔষধ/পানীয় জল সংরক্ষণের জন্য যে প্রচারণা চালানো হয়েছিল, প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে দেখা যায়, সমীক্ষাধীন এলাকায় এর ফলাফল শূন্য, অর্থাৎ একজন ব্যক্তিও নির্দেশমত ঔষধ/পানীয় জল সংরক্ষণ করেন নি। সারণী–৮ এ কারণসমূহ প্রদর্শিত হয়েছে ঃ

সারণী–৮
ঔষধ/পানীয় জল সংরক্ষণ না করার কারণ

কারণ	সংখ্যা (N=৮০)	শতকরা হার
পদ্ধতি জানা ছিলো না	১০ জন	১৪.৪৯
ঔষধ ছিলো না	৫ জন	৭.১৪
প্রচারণা বুঝতে পারেন নি	৯ জন	১৩.০৪
এ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না	২৯ জন	৪২.০৩
সময়ের স্বল্পতা	২ জন	২.৯০
প্রয়োজন মনে করেন নি	৬ জন	৮.৭০
পানি সংরক্ষণের পাত্রের অভাব	৮ জন	১১.৬০
মোট	৬৯ জন	১০০

৩.৬ ত্রাণ প্রাপ্তির উৎস, কাল, পদ্ধতি

দূর্যোগ–পরবর্তী সময়ে সর্বাধিক প্রয়োজন হচ্ছে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের। ত্রাণ সরবরাহ ও বিতরণ অর্থাৎ ত্রাণ–ব্যবস্থাপনাকে দ্রুত ও সুষ্ঠু করবার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে দুর্যোগের পর পুনরায় স্বাভাবিক জীবন সূচনার পথে এগিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়। ৯১'এর ঘূর্ণিঝড়–পরবর্তী সময়ে সমীক্ষাধীন এলাকায় ত্রাণ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে যে চিত্র পাওয়া গিয়েছে তা কোনক্রমেই সন্তোষজনক নয়। যেমন সারণী–৯ এ দেখা যাবে ঘূর্ণিঝড়ের পরবর্তী দিন অর্থাৎ যে মুহূর্তে ত্রাণ সাহায্যের প্রয়োজন সর্বাধিক তখন দূর্যোগগ্রস্ত মানুষের কাছে কোনো ত্রাণ সামগ্রীই পৌঁছেনি।

সারণী–৯
ত্রাণ প্রাপ্তির সময়

ত্রাণ প্রাপ্তির সময়	ত্রাণ প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা	শতকরা হার
প্রথম দিন	০	০
দ্বিতীয় দিন	১০	১৩.৩৩
পরবর্তী সময়ে	৬৫	৮৬.৬৭
মোট	৭৫	১০০

উত্তর দাতার সংখ্যা=৭৫ জন

উল্লেখ্য যে, পরবর্তী সময়ের মেয়াদ হচ্ছে ৩য় দিন থেকে ১ মাস পর্যন্ত। অর্থাৎ উত্তর দাতাদের মধ্যে এমন পরিবারও রয়েছে যারা এক মাস পর ত্রাণ সাহায্য পেয়েছেন। ৫ জন (সারণী–১০) অর্থাৎ ৬.২৫% এখনো ত্রাণ সাহায্য পাননি।

সারণী – ১০
সর্বপ্রথম ত্রাণ প্রাপ্তির উৎস

উৎস	সংখ্যা	শতকরা হার
সরকারি প্রতিষ্ঠান	৩৩	৪৪
রাজনৈতিক দল	৩	৪
এন জি ও	২২	২৯.৩৪
রেড ক্রিসেন্ট	১৩	১৭.৩৩
অন্যান্য (ছাত্র সংস্থা/ধনাঢ্য ব্যক্তি)	৪	৫.৩৩
মোট	৫৯	১০০

ত্রাণ বিতরণের বর্তমান পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত উত্তরদাতাদের ২১ জন জানিয়েছেন বর্তমান পদ্ধতি যথার্থ এবং ৫৯ জন জানান বর্তমান পদ্ধতি যথার্থ নয়।

যে ৫৯ জন বর্তমান পদ্ধতিকে যথার্থ নয় বলেছেন, তাদের কাছে এজন্য দায়ী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের পরিচয় জানতে চাওয়া হলে তারা যে প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপন করেন তা সারণী ১১-এর মাধ্যমে বোঝা যাবে ঃ

সারণী–১১
ত্রুটিপূর্ণ ত্রাণ ব্যবস্থার জন্য দায়ী

ব্যক্তি/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/পদ্ধতি	সংখ্যা	শতকরা হার
ইউনিয়ন পরিষদ	৩৮	৬৪.৪১
প্রচলিত পদ্ধতি	১২	২০.৩৪
নিরুত্তর	৯	১৫.২৫
মোট	৫৯	১০০

উপরোক্ত তথ্যাদির আলোকে ৫৯ জন উত্তরদাতাকে প্রশ্নকরা হয়েছিল যে, কার মাধ্যমে ত্রাণ বিতরিত হলে ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে যথাযথভাবে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছুতে পারে-এর উত্তরে যে সকল প্রস্তাবাবলী পাওয়া যায় তা ১২ নং সারণীতে প্রদর্শিত হলো ঃ

সারণী–১২

প্রস্তাবিত বিতরণকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি

প্রস্তাবিত বিলিকারী	সংখ্যা	শতকরা হার
সৎ ও দায়িত্বশীল সরকারি কর্মকর্তা	১৯ জন	৩১.২৩
সেনাবাহিনী	২৪ জন	৪০.৬৭
রেড ক্রিসেন্ট	৫ জন	৮.৪৭
সমন্বিত কার্যক্রম	৪ জন	৬.৭৮
এন জি ও	১ জন	১.৬৯
অন্যান্য (ছাত্র সংগঠন/রাজনৈতিক দল)	৬ জন	১০.১৬
মোট	৫৯ জন	১০০

দুর্যোগ–উত্তর সময়ে নতুনভাবে স্বাভাবিক জীবনযাত্রার সূচনার জন্য উত্তর–প্রদানকারীগণ যে সকল সামগ্রীর সর্বাধিক প্রয়োজন ছিলো বলে উল্লেখ করেছেন, সেগুলো হচ্ছেঃ

(ক) বিধ্বস্ত ঘর–বাড়ী সংস্কারের সামগ্রী, যেমন–টিন, ছন, খুঁটি, বাঁশ ইত্যাদি

(খ) কিছুদিন চলার মত খাদ্য সাহায্য,

(গ) ঔষধ

(ঘ) কৃষিঋণ, সার, বীজ, হালের গরু ইত্যাদি

(ঙ) নৌকা, জাল

(চ) নগদ অর্থ

৩.৭ মৃত্যু

দুর্যোগ যে সমস্ত সম্পদ হরণ বা বিনষ্ট করে, তারমধ্যে সর্বাধিক মূল্যবান হচ্ছে মানুষের প্রাণ। সমীক্ষার ফলে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে দেখা যায়, এলাকাটিতে ঝড়ের মাত্রা তীব্র থাকলেও জলোচ্ছ্বাস তেমন ব্যাপক আকার ধারণ করেনি, ফলে প্রাণহানির সংখ্যা তেমন বেশী নয়। ২৬ টি মৃত্যুর ঘটনার মধ্যে দুটি কারণে মৃত্যু ঘটেছে বলে দেখা যায়– ক) সরাসরি ঝড়ে, খ) ঝড়–পরবর্তী অসুখে আক্রান্ত হয়ে।

সারণী–১৩–তে মৃত ব্যক্তিদের বয়স ও লিঙ্গ ভিত্তিক বিভাজন দেখানো হলো ঃ

সারণী–১৩

মৃত ব্যক্তিদের মৃত্যুর কারণ, বয়স ও লিঙ্গ ভিত্তিক বিভাজন

বয়স (বৎসর)	পুরুষ		মহিলা	
	ঝড়ে	ঝড়–পরবর্তী অসুখে	ঝড়ে	ঝড়–পরবর্তী অসুখে
০–১০	৩	৪	১	২
১০–২০	২	০	০	০
২০–৩০	৬	০	০	০
৩০–৪০	৪	০	০	০
৪০–৫০	০	১	০	০
৫০ ও তদূর্ধ্ব	১	১	০	১
মোট	১৬	৬	১	৩

৩.৮ অসুখঃ চিকিৎসা/ঔষধ সহায়তা

দুর্যোগের পর বিভিন্ন রোগে আক্রান্তদের মধ্যে প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ এবং চিকিৎসা সহায়তা প্রদান একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সমীক্ষাধীন এলাকায় এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ভূমিকা নিম্নরূপ ঃ সরকারি সংস্থা থেকে সহায়তা পেয়েছেন ২৭ জন, স্বেচ্ছাসেবী/বেসরকারি সংস্থা ১০ জন, রেডক্রিসেন্ট ১জন এবং অন্যান্য উৎস (ব্যক্তি/রাজনৈতিক/ছাত্র সংগঠন) ১৬ জন। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় ২৬টি পরিবার কোনোরূপ চিকিৎসা সাহায্য পাননি। ঝড় পরবর্তী সময়ে মৃত্যুর জন্য এই অব্যবস্থা অনেকাংশে দায়ী।

৩.৯ আক্রান্ত মানুষের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ভবিষ্যৎ ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাসের সময় নিজকে এবং পরিবারের সদস্যদেরকে রক্ষা করবার জন্য কী পন্থা অবলম্বন করবেন–এ জিজ্ঞাসার জবাবে সাক্ষাৎকার–প্রদানকারীদের ব্যক্তিগত পরিকল্পনার চিত্রটি নিম্নরূপ ঃ নিকটবর্তী আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করবেন ৬৩ জন, আপাতত কোনো পরিকল্পনা নেই ১১জন, এবং নিরুত্তর ছিলেন ৬জন। দেখা যাচ্ছে বিগত ঘূর্ণিঝড়ের পর অধিক সংখ্যক মানুষ আশ্রয় কেন্দ্রের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছেন।

পরবর্তী দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষাকল্পে স্থানীয় জনসাধারণ সংঘবদ্ধ শক্তি হিসেবে কী ধরনের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন–এ সম্পর্কে ৮০ জন উত্তরদাতা যে ধরনের উত্তর দিয়েছেন স্থানীয় বাস্তবতার আলোকে সেগুলোকে বেশ গঠনমূলক এবং বাস্তবানুগ বলে মনে হয়। সারণী–১৪ তে অভিমতগুলোকে সারণীবদ্ধ করা হলো ঃ

সারণী ১৪

ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাস মোকাবিলায় সংঘবদ্ধ মানুষের সম্ভাব্য কর্মপন্থা

প্রস্তাবিত কর্মপন্থা	সংখ্যা	শতকরা হার
আশ্রয় কেন্দ্র গড়ে তুলতে পারে	১২ জন	১৫
বাঁধ নির্মাণ করতে পারে	৪ জন	৫
কেল্লা তৈরী করতে পারে	২ জন	২.৫০
নদী সংলগ্ন মানুষদের নিরাপদ আশ্রয়ে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে	২২ জন	২৭.৫০
মানুষকে সচেতন করতে পারে	৫ জন	৬.২৫
বনায়ন/বৃক্ষরোপন করতে পারে	৬ জন	৭.৫
নিজেদের ঘরকে মজবুত করতে পারে	৪ জন	৫
কিছু করণীয় নেই	১৬ জন	২০
নিরুত্তর	৯ জন	১১.২৫

স্থায়ীভাবে অন্যত্র নিরাপদ স্থানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে ৫০ জন অর্থাৎ ৬২.৫০ শতাংশ স্থানান্তর আগ্রহ প্রকাশ করেন, পক্ষান্তরে ৩০ জন অর্থাৎ ৩৭.৫ শতাংশ বর্তমান আবাস ত্যাগ করতে অনিচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। অধিক সংখ্যায় অন্যত্র পুনর্বাসনে আগ্রহী ঠিকানাবিহীন মানুষদের মনোভাব থেকে এ সত্যটিই উদঘাটিত হয়েছে যে, বিশেষ কোনো স্থানের ব্যাপারে তাদের পক্ষপাত নেই, বরং দুর্যোগমুক্ত এলাকায় উন্নততর জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষাই তাদের তাড়না করছে।

৪.০ প্রাপ্ত তথ্য/ফলাফলের বিশ্লেষণ

৩নং অনুচ্ছেদের উপ-অনুচ্ছেদসমূহে প্রাপ্ত তথ্যসমূহের যে সংখ্যাবাচক বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে, নিম্নে তার ভিত্তিতে সংক্ষিপ্ত ও বিশ্লেষণমূলক একটি পর্যালোচনা লিপিবদ্ধ করা হলো ঃ

ক) সমীক্ষাধীন এলাকার ৮০টি পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থান নির্ণয় করতে গিয়ে যে সত্য উদঘাটিত হয়েছে, তা হলো, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর একটি বৃহত্তর অংশ এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা নয়। নদীর ভাঙ্গন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে নিঃস্ব হয়ে ভাসমান জীবনের এক পর্যায়ে এসে তারা বেড়ী বাঁধের বহিরাংশে সরকারী খাস জমির ওপর ঘর বেঁধে বসবাস করছে। তাদের শিক্ষার হার প্রায় শূন্যের কোঠায়, দারিদ্র-সীমার অনেক নিচে তাদের বসবাস।

(খ) দুর্যোগের প্রাক্কালে দেখা যায়, সতর্কীকরণ বা পূর্বাভাস প্রচারের ক্ষেত্রে সর্বাধিক জনপ্রিয় প্রচার মাধ্যম অর্থাৎ রেডিও যথাযথ ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়নি। অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানা যায়, অধিকাংশ মানুষেরই বেতারযন্ত্র ক্রয় করার মত অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহের সামর্থ রয়েছে। রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির নিয়ন্ত্রণাধীন সিপিপি নামক

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটির কর্মীরা পূর্বাভাস প্রচারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। সাইরেন বাজানো ও মাইকযোগে প্রচারণা ছিলো তাদের প্রধান কৌশল। সিপিপি-র ইউনিট প্রধানদের একটি করে রেডিও এবং তিনমাস অন্তর অন্তর ব্যাটারী সরবরাহ করা হয়, যা প্রয়োজনের তুলনায় মোটেই পর্যাপ্ত নয়। সতর্কীকরণের ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসন অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য/কর্মীরা উল্লেখ করবার মত তৎপরতা দেখাতে পারেননি। মাত্র ২৪ জন তাঁদের মাধ্যমে ঝড় সম্পর্কে অবহিত হতে পেরেছেন, সংখ্যা বিচারে যা সন্তোষজনক নয়।

(গ) ১৫ শতাংশ ব্যক্তি ঝড়/জলোচ্ছ্বাস সম্পর্কিত প্রচারণা বিশ্বাস করেননি। এই ১১ জনের মধ্যে ৫ জন বলেছেন প্রায়ই এ ধরনের সংবাদ সঠিক হয় না। অর্থাৎ তাদের কাছে প্রচার মাধ্যমগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব রয়েছে। অবশিষ্ট ৬ জন ব্যক্তি অনুমান/অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সংবাদটিকে অবিশ্বাস করেছেন। বলা হয়ে থাকে, একজন কৃষক হচ্ছে শ্রেষ্ঠ আবহাওয়া-বিজ্ঞানী। যেমন এদের মধ্যে একজন কৃষিজীবী বলেছেন, এবার ঝড়ের এবং জোয়ারের সময় কাছাকাছি না হওয়ায় তিনি প্রায় নিশ্চিত ছিলেন যে, স্থানীয় পর্যায়ে জলোচ্ছ্বাসের সম্ভাবনা ক্ষীণ। তার অনুমানটি প্রায় সঠিক প্রমাণিত হয়েছে।

(ঘ) সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যানুসারে দেখা যায় যে, ৭৫ শতাংশ আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করেননি। এদের মধ্যে ২৪ জন অর্থাৎ ৪০ শতাংশই নিকটবর্তী আশ্রয় কেন্দ্রে না থাকায় এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধার জন্য আশ্রয় কেন্দ্রে যান নি। পরবর্তীতে ভবিষ্যত দুর্যোগের সময় কি ব্যবস্থা নেবেন-এ প্রশ্নের উত্তরেও ৬৩ শতাংশ নিকটবর্তী আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নেবেন বলে জানান। অর্থাৎ মোটামুটি ৬০ শতাংশ মানুষই আশ্রয় কেন্দ্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করেন। কিন্তু এদের মধ্যে ৪০ শতাংশকে আশ্রয়কেন্দ্র নিকটবর্তী না হওয়ায় সেখানে নেয়া সম্ভব হচ্ছে না। অনুসন্ধানে দেখা যায়, সমীক্ষাধীন ব্যক্তিদের বাড়ী থেকে আশ্রয় কেন্দ্রের দূরত্ব ন্যূনতম এক মাইল এবং সর্বোচ্চ সাত মাইল, যা আশ্রয় গ্রহণের জন্য কোনক্রমেই সুবিধাজনক নয়। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ জীবনের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও দুর্যোগকালে নিজবাড়ীতে অবস্থান করেছেন, কারণ জীবন রক্ষার পাশাপাশি তাদের কাছে কষ্টার্জিত সম্পদ রক্ষাও সমান জরুরী।

(ঙ) দূর্যোগ-পরবর্তী সময়ে পানীয় জলের এবং জীবন রক্ষাকারী ঔষধের সংকট তীব্র হয়ে থাকে। প্রচার মাধ্যমগুলোতে দুর্যোগপ্রবণ এলাকার মানুষের উদ্দেশ্যে ঔষধ/পানীয় জল সংরক্ষণের একটি আয়াসসাধ্য ও বিজ্ঞান সম্মত প্রণালী প্রচার করা হয়েছিল, কিন্তু নমুনা-এলাকা থেকে সংগৃহীত তথ্য থেকে দেখা যায় ২৯ জন এ সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন, বেতারযন্ত্র না থাকা এজন্য দায়ী। ৬৯ জন উত্তর দাতার মধ্যে অবশিষ্ট সকলে অবহিত থাকলেও নানাবিধ কারণে সংরক্ষণ করেননি, যেমন-ঔষধের পাত্রের অভাব, সময় স্বল্পতা, পানির চেয়ে জীবন ও অন্যান্য সম্পদ রক্ষা করা অধিক জরুরী মনে করা ইত্যাদি। ৯ জন প্রচারণা শুনে থাকলেও বুঝতে পারেননি, অর্থাৎ প্রচারের ভাষাগত দুর্বোধ্যতা রয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো এ বিষয়ে মানুষকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে কোনো ভূমিকা গ্রহণ করেনি।

(চ) দুর্যোগের অবসান ঘটলে বিপন্ন মানুষের জন্য সর্বাধিক প্রয়োজনীয় জিনিষ হচ্ছে–ত্রাণসামগ্রী। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় ঘূর্ণিঝড়ের পরবর্তী দিনে যখন সাহায্যপ্রাপ্তির আশায় দুর্যোগগ্রস্ত মানুষ ব্যাকল, সে মুহূর্তে তাদের কাছে কোনো ত্রাণসামগ্রী পৌঁছেনি। এ বিষয়ে ত্রাণ বিতরণের প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থা স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের কাছ থেকে জানা যায় যে, থানা সদরের সাথে এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গিন অবস্থাই এই ব্যর্থতার কারণ। উপজেলা সদরের সাথে ইউনিয়নটির দূরত্ব ৩৫ কিলোমিটার, যার মধ্যে চার কিলোমিটার পথ পাকা, বাকী অংশটুকু বর্ষণের পর সম্পূর্ণ চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে, যার ফলে ত্রাণ সরবরাহ বিলম্বিত হয়। ত্রাণ বিতরণের প্রচলিত ব্যবস্থা সম্পর্কে ৫৯ জন নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন এবং তাদের মধ্যে ২৪ জনই সেনাবাহিনীকে ভবিষ্যতে ত্রাণ বিতরণকারী হিসেবে তাদের পছন্দনীয় বলে জানিয়েছেন। বিগত ঘূর্ণিঝড়ের পর এঅঞ্চলে যদিও সেনাবাহিনী বেশ কিছুদিন পর ত্রাণ বিলি করেছেন, কিন্তু উত্তরদাতাদের প্রতিক্রিয়া থেকে অনুমিত হয় যে, তাদের ত্রাণ বিতরণের ধরনটি ছিল নিয়মতান্ত্রিক এবং পক্ষপাতমুক্ত। সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তদাতাই কৃষিজীবী, দূর্যোগ–পরবর্তী সময়ে জীবন ধারণের জন্য খাদ্যসাহায্যের পাশাপাশি কৃষিঋণ ও উপকরণ প্রাপ্তির বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, মৎস্যজীবীরা চেয়েছেন মাছ ধরার জাল ও নৌকা, দিনমজুররা চেয়েছেন কর্মসংস্থান অর্থাৎ এ–থেকে তাদের-সাহায্য নির্ভর না হয়ে আত্মনির্ভর হবার প্রত্যয়টি উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু জানা গিয়েছে যে, পদ্ধতিগত জটিলতার কারণে অদ্যাবধি তাদের কাছে কৃষিঋণ পৌঁছানো যায়নি।

(ছ) দুর্যোগ পরবর্তী পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসেবে রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে ৯জন। ২৬টি পরিবার কোনোরূপে চিকিৎসা সহায়তা লাভ করেনি। অর্থাৎ এই জরুরী কার্যক্রমের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবহেলা পরিলক্ষিত হয়। যথাসময়ে ঔষধ সরবরাহ এবং চিকিৎসা নিশ্চিত করতে পারলে ঝড়–পরবর্তী মৃত্যুর সংখ্যা অনেক কমানো যেত।

(জ) বিগত ঘূর্ণিঝড়ের পর অভিজ্ঞতার আলোকে সমীক্ষাধীন এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ ভবিষ্যতে নিজস্ব উদ্যোগে সংঘবদ্ধভাবে দুর্যোগ প্রতিরোধে কি ধরনের কার্যকর পন্থা অবলম্বন করতে পারে এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরে কিছু গঠনমূলক ও বস্তুনিষ্ঠ পরিকল্পনার কথা জানা গিয়েছে, যার প্রেক্ষিতে নিরক্ষর উত্তরদাতাদের এক–একজনকে সুলিখিত প্রকৃতি বিজ্ঞানী বলে প্রতীয়মান হয়। যেমন, কেও কেও বলেছেন বাঁধ নির্মাণের কথা। বাস্তবিকভাবেই এঅঞ্চলে বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বর্তমানে যে বাঁধটি রয়েছে সেটি সত্তুর দশকের প্রথমদিকে নির্মিত, কিন্তু পরবর্তী সময়ে বাঁধের ও পাশের নদী মজে গিয়ে জেগে উঠেছে বিস্তীর্ণ চর, ফলে বর্তমান বাঁধ থেকে আরো দক্ষিণে উঁচু বাঁধ নির্মাণ প্রয়োজনীয়।

আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, কেল্লা নির্মাণ, মানুষকে সচেতন করে তোলা এ–ধরনের পরিকল্পনা ছাড়াও অনেকেই বলেছেন বনায়ন/বৃক্ষরোপণের কথা, যা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বিপুল অবদান রাখতে পারে। বনাঞ্চল উজাড় হয়ে যাওয়া যে এ দেশে বন্যার অন্যতম কারণ, প্রকৃতির সন্নিকটে বসবাসের মাধ্যমে এ সত্য তারা জেনে গিয়েছেন। অস্তিত্বের তাগিদে যে সংঘবদ্ধ স্বেচ্ছাশ্রম তারা দিতে ইচ্ছুক, পরিকল্পিত উপায়ে বিনিয়োগের মাধ্যমে সেই শ্রমকে তাদের জীবন রক্ষার হাতিয়ারে রূপান্তর করা সম্ভব। এখানে উল্লেখ্য যে, ৮০ জনের মধ্যে ১৬জন অর্থাৎ ২০ শতাংশ ব্যক্তি দুর্যোগের বিপক্ষে সংঘবদ্ধ

মানুষের কিছুই করণীয় নেই বলে অভিমত দিয়েছেন। এদের প্রায় সকলের মধ্যেই এক ধরনের চেষ্টাহীন, সংস্কারাচ্ছন্ন নিয়তি নির্ভরতা পরিলক্ষিত হয়। অশিক্ষা এবং প্রগতি ও আধুনিকতা থেকে বিচ্ছিন্নতাই প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে মেঘনা বুক থেকে উত্থিত এই চরাঞ্চলের মানুষের পশ্চাৎ মনস্কতার মুখ্য কারণ।

৫.০ উপসংহার ও সুপারিশ

১৯৯১-এর ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের রুদ্রলীলা আমাদের জন্য যেমন রেখে গেছে এক নির্মম নিষ্ঠুর ও শোকবিহবল স্মৃতি, তেমনি যুগিয়েছে এধরনের দূর্যোগের সাথে বেঁচে থাকার পথ ও পন্থা উদ্ভাবনের অনুপ্রেরণা। ঘূর্ণিঝড়ের গতি এবং তীব্রতা নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি মানবকুল এখনো অর্জন করতে পারেনি এটা যেমন সত্য, একইভাবে সত্য, যথাযথ দুর্যোগ পূর্ব ও পরবর্তী প্রস্তুতি ত্রাণ ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতাকে কমিয়ে আনতে পারে। কিন্তু এ লক্ষ্য অর্জিত হবে কীভাবে? নোয়াখালী সদর থানার চরবাটা ইউনিয়নে পরিচালিত এই সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য/উপাত্তের আলোকে দুর্যোগের সাথে বেঁচে থাকার উপায় হিসেবে নিম্নোক্ত সুপারিশ করা হচ্ছেঃ

(ক) প্রতি ৫০০ লোকের জন্য একটি করে আশ্রয় কেন্দ্র, এ হিসেবে জনবসতির ঘনত্ব অনুযায়ী প্রতিটি গ্রামে এক বা একাধিক ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন।

(খ) গবাদি পশু, হাঁস-মুরগী ও স্থাবর সম্পত্তি রক্ষার জন্য আশ্রয় কেন্দ্রে পৃথক ব্যবস্থা রাখা সঙ্গত হবে।

(গ) প্রতিটি আশ্রয় কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সৌচাগার থাকা দরকার।

(ঘ) প্রচার মাধ্যমে প্রচারিত বর্তমান পূর্বাভাস, নৌবন্দর ও জলযান সমূহকে সতর্কীকরণের মধ্যেই প্রায় সীমাবদ্ধ। এটি জনগণের জন্য ঘূর্ণিঝড় পূর্ব-প্রস্তুতিমূলক সতর্কতা প্রচারেরও সমান ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।

(ঙ) ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাসের পূর্বাভাস জনগণের নিকট পৌছানোর অভিপ্রায়ে স্থানীয় প্রশাসন ও ইউনিয়ন পরিষদকে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করতে পারে।

(চ) থানা সদরের সাথে চরবাটা ইউনিয়নের সংযোগ সড়ক পাকা এবং ইউনিয়ন পরিষদ অফিসের সাথে ইউনিয়নের ৭টি গ্রামের সংযোগ রাস্তা সমূহ দূর্যোগের সময়ে দ্রুত যোগাযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংস্কার করা জরুরী।

(ছ) এ ইউনিয়নের দক্ষিণে অবস্থিত বেড়ী বাঁধটি আরো ১ কি. মি. দক্ষিণে সরিয়ে আরো উঁচু ও প্রশস্ত করা দরকার।

(জ) বেড়ী বাঁধ ও ইউনিয়নের অন্যান্য রাস্তার দু' ধারে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি হাতে নেয়া যেতে পারে। জলোচ্ছ্বাসে প্রতিরোধ কল্পে ইউনিয়নটির সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলকে সুউচ্চ বৃক্ষের অরণ্যে পরিণত করা যায়।

(ঝ) বনায়ন কর্মসূচী, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র এবং বাঁধ ও রাস্তা নির্মাণ ও মেরামতে রেডক্রিসেন্ট, কেয়ার, ডানিডাসহ বিভিন্ন সাহায্যকারী সংস্থার সহযোগিতা চাওয়া যেতে পারে।

(ঞ) ইউনিয়ন পরিষদ, সরকারি কর্মকর্তা ও সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত ত্রাণ কমিটির হাতে দূর্যোগকালে ত্রাণ বিতরণের সার্বিক দায়িত্ব অর্পণ করা যেতে পারে।

(ট) ঝড় শেষ হওয়ার সাথে সাথে ত্রাণ সামগ্রী যাতে দূর্গত এলাকায় পৌছানো যায়, সে লক্ষ্যে জেলা ও থানার ত্রাণ সামগ্রীর আপতকালিন মওজুদ গড়ে তোলা যায়।

(ঠ) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচীকে (সিপিপি) মডেল হিসেবে গ্রহণ করে ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে গ্রামের যুবকদের সমন্বয়ে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা যেতে পারে। দলগুলোকে এমন একটা কাঠামো হিসেবে দাঁড় করানো যেতে পারে যে কাঠামো ঘূর্ণিঝড়ের তথ্য পাওয়ার সাথে সাথে তা ইউনিয়নের প্রতিটি পরিবারের কাছে পৌছে দেবে। দলগুলোকে ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাসে বিধ্বস্ত ঘরবাড়ী মেরামত, যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার এবং ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে নিয়োজিত করা যেতে পারে।

চরবাটা ইউনিয়নের অধিকাংশ জনগণ প্রায় নিঃস্ব ও নিরক্ষর। তাদের অধিকাংশ সম্পদ গ্রাস করেছে মাতব্বর/ মোড়ল শ্রেণীর লোকজন। এরূপ ধন-বৈষম্যের উৎস রচিত হচ্ছে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো থেকে। এ থেকে বেরিয়ে আসার জন্যই ঘটাতে হবে তাদের মধ্যে নব-চেতনার উন্মেষ, তাদেরকে বের করে আনতে হবে অন্ধকার থেকে আলোর দিগন্তে। অন্যথায় দুর্যোগ মোকাবিলার সকল উদ্যোগ, চেষ্টা, পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য। এ ব্যর্থতা উপকূল বাসীকেই শুধু কুরে কুরে খাবে নিরন্তর তা কিন্তু নয়-এ ব্যর্থতার দায়ভার ঘোচাতে জাতিকেও দিতে হবে চরম মূল্য। তাই আর বিলম্ব নয়, এখনি উপযুক্ত সময় ভাবনার, চিন্তার, পরিকল্পনার। এ ভাবনা, পরিকল্পনা আবর্তিত হবে উপকূলবাসীর ভাগ্য পরিবর্তনের মহান ব্রত নিয়ে। সে লক্ষ্যে উপর্যুক্ত সুপারিশমালা বাস্তবায়নে কোন বিলাস বহুল পরিকল্পনাও প্রত্যাশিত নয়। বরং দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে গুরুত্বের সোপান অনুযায়ী বিভিন্ন অবকাঠামো ও বস্তুগত চাহিদা নিরুপণ এবং প্রাপ্তব্য সম্পদের দ্বারা সে চাহিদার মোকাবিলা করার ওপর জোর দেয়া অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হবে। চরবাটা ইউনিয়ন একটি বিপদ সংকুল জনপদ হওয়া সত্ত্বেও ইউনিয়নের মানুষের মধ্যে আছে প্রাণের স্পন্দন, বেঁচে থাকার অদম্য স্পৃহা। এ উদ্যম, এ স্পৃহাকে কাজে লাগানোর নিমিত্তে প্রয়োজন সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান এবং ঐ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দ্রুততা। আর এ লক্ষ্য অর্জিত হলে এ ইউনিয়ন হতে পারে এক সুখী ও সমৃদ্ধিশালী জনপদ, স্থাপন করতে পারে দুর্যোগ মোকাবেলার এক বিরল দৃষ্টান্ত।

বিঃ দ্রঃ প্রবন্ধটি বিপিএটিসির বুনিয়াদি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য পাঠক্রমের পাঠ্যবিষয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।